হযরত ওসমান গণী رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর কারামত

(ও অন্যান্য ঘটনা সম্বলিত)

হযরত ওসমান গণী এর মাযার (জান্নাতুল বাক্বী, মদীনা শরীফ)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	হাসনাইনে করিমাইন পাহারা দিলেন	২০
রহস্যময় পঙ্গু	৪	বেয়াদব বানর হয়ে গেলো	২১
নাম ও উপাধী	৫	ঈমান সহকারে মৃত্যু	২৩
দু'বার জান্নাত ক্রয় করেছিলেন	৬	কুদৃষ্টির বিষয় জেনে ফেললেন	২৪
৯৫০টি উট ও ৫০টি ঘোড়া	৮	উভয় চোখে গলিত সীসা	২৫
উত্তম কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা সুন্নাত	৯	বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যিনা	২৬
		দু'চোখে আগুনপূর্ণ করা হবে	২৬
ওসমান গণীর রাসূলের অনুসরণ	১১	আগুনের শলাকা	২৭
একেবারে সাধারণ খাবার গ্রহণ	১২	দৃষ্টি মনের মধ্যে যৌন উত্তেজনার বীজ বপন করে	২৭
ডান হাত কখনো লজ্জা স্থানে লাগাননি	১২		
আবদ্ধ ঘরেও অতুলনীয় লজ্জাশীলতা	১৩	কারামতের সংজ্ঞা	২৮
সর্বদা রোযা রাখতেন	১৩	নিজের দাফনের স্থানও বলে দিয়েছিলেন	২৯
খাদেমকে কষ্ট দিতেন না	১৩		
লাকড়ীর বোঝা উঠিয়ে চলে আসছিলেন!	১৪	শাহাদাতের পর গায়েবী আওয়াজ	৩০
		দাফনের স্থানে ফিরিশতাদের ভিড়	৩১
আমি তোমার কান মোচড়িয়ে দিয়েছিলাম	১৪	বেয়াদবকে হিংস্র জন্তু ছিড়ে ফেললো	৩১
কবর দেখে সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কান্না করতেন	১৫	সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ মাদানী অপারেশন করলেন	৩৩
		মুসাফাহার ১৪টি মাদানী ফুল	৩৬
তবে আমি ছাই হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করবো	১৫	তথ্যসূত্র	৩৯
পরকালের চিন্তা অন্তরে নূর সৃষ্টি করে	১৬		
ওসমান গণীর প্রতি দয়া	১৬		
নিরাশ্রয়দের আশ্রয় আমাদের নবী	১৮		
রক্তপাত অপছন্দ করেছেন	১৯		

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর কারামত(১)

(ও অন্যান্য ঘটনা সম্বলিত)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আপনার অন্তর সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব নিকাশ থেকে সে ব্যক্তিই তাড়াতাড়ি মুক্তি লাভ করবে, তোমাদের মধ্য থেকে যে দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।"

(আল ফিরদাউস বিমাছুরিল খাত্তাব, ৫ম খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮১৭৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

---

(১) ২০ শে যিলহজ্জ ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০০৮ সালে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এ বয়ানটি প্রদান করেছেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সহকারে বয়ানটি লিখিত আকারে পেশ করা হলো।
-- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

রহস্যময় পঙ্গু

হযরত সায়্যিদুনা আবু কিলাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: আমি সিরিয়ার মাটিতে, এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যে বারংবার বলছিলো: "হায় আফসোস! আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আমি উঠে তার কাছে গিয়ে দেখে হতবাক হলাম যে, তার উভয় হাত পা কর্তিত। উভয় চক্ষুই অন্ধ। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে বারবার সে বলছে: হায় আফসোস! আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: হে ব্যক্তি! কেন এবং কি কারণে তুমি এরূপ বলছো? এটা শুনে সে বললো: হে ব্যক্তি! আমার অবস্থা জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি সে হতভাগাদেরই একজন, যারা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে শহীদ করার জন্য তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছিলো। আমি যখন তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তলোয়ার নিয়ে তাঁর নিকটে গেলাম, তখন তাঁর সম্মানিত স্ত্রী আমাকে উচ্চস্বরে ধমক দিতে লাগলেন। তখন আমি রাগান্বিত হয়ে তাঁর সম্মাণিত স্ত্রীকে رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا থাপ্পড় মেরে দিই। এটা দেখে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই বদদোয়া করলেন: **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমার উভয় হাত ও পা কেটে দিক। তোমাকে অন্ধ করুক এবং তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুক। হে ব্যক্তি! আমীরুল মু'মিনীনের সেদিনের জালালী (রাগান্বিত) চেহারা দেখে এবং তাঁর এই বদদোয়া শুনে আমার শরীরের প্রতিটা লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেনঃ** “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” **(আব্দুর রাজ্জাক)**

আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে পালিয়ে আসি। আমীরুল মু’মিনীন رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সে দিনের চারটি বদদোয়ার তিনটিই আজ আমার উপর প্রতিফলিত হয়েছে। যা আপনি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। বর্তমানে আমার উভয় হাত-পা কর্তিত। আমার চোখ দুটোও অন্ধ হয়ে গেছে। আহ! এখন শুধু চতুর্থ বদ দোয়াটি তথা জাহান্নামে প্রবেশ করাটাই আমার জন্য বাকী আছে।

(আর রিয়াদুন নদরাতি লিল মুহিব্বিত তাবারী, ৩য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

দোজাঁহা মে দুশমনে ওসমা, যলীল ও খার হে,
বা’দ, মরনে কে আযাবে নার কা হকদার হে।

নাম ও উপাধী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১৮ই যিলহজ্জ ৩৫ হিজরীতে **আল্লাহ্র প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছিলো। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদিন (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী, হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাযা کَرَّمَ اللہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم) এর মধ্যে তৃতীয় খলিফা। তাঁর উপনাম হলো; আবু আমর। উপাধি হলো, জামেউল কুরআন আর একটি উপাধি যুননূরাইন (অর্থাৎ দুই নূরের অধিকারী)ও রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

কেননা, **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন দু'জন শাহযাদীকে একের পর এক হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাথে বিবাহ দিয়েছেন।

নুর কি ছরকার চে পায়া দো শালা নূর কা,
হো মোবারক তুমকো যুন নুরাইন জুড়া নুর কা।

(হাদায়িখে বখশিশ শরীফ)

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে সাহিবুল হিজরাতাইন (তথা দুই হিজরতের গৌরব অর্জনকারী) বলা হয়। কেননা, তিনি প্রথমে হাবশা (আবিসিনিয়া) অতঃপর মদীনা শরীফে হিজরত করেন।

দু'বার জান্নাত ক্রয় করেছিলেন

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে ও সুউচ্চে। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দু'বার রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে জান্নাত ক্রয় করেছেন। একবার এক ইহুদীর কাছ থেকে "রুমা" নামক কুপ ক্রয় করে তা মুসলমানদের পানি পান করার জন্য ওয়াক্ফ করে, দ্বিতীয়বার তাবুক যুদ্ধের সময়। যেমনিভাবে- সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন খাব্বাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: একবার আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত ছিলাম।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং এর তহবিল সংগ্রহের জন্য সাহাবায়ে কিরামদেরকে عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان উদ্বুদ্ধ করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! হাওদা (তথা বস্তা বোঝাই করার গদি) ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম সহ একশটি উট তাবুক যুদ্ধের জন্য দিতে আমি প্রস্তুত আছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পূনরায় সাহাবীদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পুনরায় দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি সকল সরঞ্জামসহ দু'শত উট দিতে প্রস্তুত আছি। **নবী করীম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আবারো তাবুক যুদ্ধের জন্য সাহাবায়ে কিরামদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পুনরায় দাঁড়িয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি সকল সরঞ্জাম সহ আরো তিনশটি উট দিতে প্রস্তুত আছি। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখলাম; **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এটা শুনে মিম্বর শরীফ থেকে নিচে নেমে দুইবার ইরশাদ করলেন: "আজ থেকে ওসমান (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) যা কিছু করবে, তার জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।" (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭২০)

ইমামুল আসখিয়া! করদো আতা জযবায়ে সাখাওয়াত কা,
নিকল যায়ে হামারে দিল চে হুব্বে দৌলতে ফানি।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

৯৫০টি উট ও ৫০টি ঘোড়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান যুগে প্রায়ই দেখা যায়, অনেক লোক আরেকজনের দেখা দেখিতে আবেগী হয়ে মোটা অংকের চাঁদা লিখিয়ে দেয়। কিন্তু আদায় করার সময় তা তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, এমন কি অনেকে তো তা দেয়ই না। কিন্তু **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী, হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বদান্যতা ও দানশীলতার প্রতি উৎসর্গিত হোন! তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ জনসমক্ষে যা ঘোষণা দিতেন, তার চাইতেও অনেক বেশি চাঁদা দান করতেন। প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: মনে রাখবেন! এগুলো ছিলো তাঁর ঘোষণা মাত্র। কিন্তু দেয়ার সময় হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ৯৫০টি উট, ৫০টি ঘোড়া ও ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা পেশ করেন। এরপর তিনি আরো দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা অতিরিক্ত পেশ করেন। (মুফতী সাহেব আরো বলেন:) স্মরণ রাখবেন! হযরত ওসমান গনী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ প্রথমে ১০০টি উট দেয়ার ঘোষণা দেন। দ্বিতীয়বার একশতটি ছাড়াও আরো ২০০টি এবং তৃতীয়বার আরো ৩০০টি উট দেয়ার ঘোষণা দেন, সব মিলে ৬০০টি দান করার ঘোষণা করেছিলেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮ম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)**

মুঝে গর মিল গিয়া বাহরে ছাখা কা এক ভি কাতরা,
মেরে আগে জমানে ভর কি হোগি হীছ্ সুলতানী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” **(জামে সগীর)**

উত্তম কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু মূর্খ লোক ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং তাতে বাধা প্রদান করে। স্মরণ রাখবেন! শরয়ী কারণ ছাড়া কোন উত্তম কাজে বাধা প্রদান করা শরীয়াত কর্তৃক সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ।

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২৩তম খন্ডের ১২৭ পৃষ্ঠাতে আমার আক্বা আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একটি প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেন: ভালো কাজের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়া বিদ’য়াত নয়। বরং তা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। যে সব লোক তাতে বাধা প্রদান করে (তারা) مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿۱۲﴾ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সৎকাজে বড় বাধা প্রদানকারী সীমা লজ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ। (পারা: ২৯, সূরা: আল কলম, আয়াত: ১২)) এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। হযরত সায়্যিদুনা জরীর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: কিছু লোক খালি পায়ে, উলঙ্গ শরীরে শুধুমাত্র একটি চাদর কাফনের মত ছিঁড়ে গলার উপর ঝুলিয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলো। তাদের দারিদ্রতা দেখে **আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারকের রং পরিবর্তন হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

তিনি হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে আযান দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। নামায আদায় করে তিনি একটি খুতবা দিলেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে তিনি উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন: "কোন ব্যক্তি স্বর্ণ মূদ্রা দ্বারা সদকা করবে, কেউ টাকা পয়সা দিয়ে, কেউ কাপড় দিয়ে, কেউবা সামান্য গম দিয়ে, কেউবা নিজের সামান্য খেজুর দ্বারা, এমনকি ইরশাদ করলেন: অর্ধেক খেজুর হলেও।" চাঁদার প্রতি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এ উৎসাহ মূলক বাণী শুনে এক আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁর একটি টাকার থলে নিয়ে এলেন। থলেটির মধ্যে এত প্রচুর টাকা ছিলো যে, যা বহন করে নিয়ে আসতে তাঁর হাত অপারগ হয়ে গেলো। অতঃপর লোকেরা একের পর এক সদকা নিয়ে আসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো খাবার ও কাপড়ের দু'টি স্তুপ পড়ে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন: আমি দেখলাম, দান খয়রাতের প্রতি জন সাধারণের এ বিপুল সাড়া দেখে **হুযুর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেহারা মোবারক খুশিতে খাঁটি স্বর্ণের মত চকচক করছিলো। অতঃপর **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম রীতিনীতির প্রচলন করে, সে এর সাওয়াব পাবে। আর যতো লোক এর উপর আমল করবে, তাদের সাওয়াবও সে (উত্তম পন্থা প্রচলনকারী) পাবে। তবে আমলকারীর সাওয়াবের মধ্যে কোন রূপ কমতি করা হবে না।

(মুসলিম, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০১৭)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

চাঁদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মাদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** নামক কিতাবটি অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ওসমান গণীর রাসূলের অনুসরণ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ অনেক বড় আশিকে রাসূল ছিলেন। বরং ইশ্কে রাসূলের আমলগত অনন্য অনুসরনীয় আদর্শ ছিলেন। আপন কথা-বার্তা ও কাজ-কর্মে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত ও বিভিন্ন অভ্যাস খুব চমৎকারভাবে আদায় করতেন। যেমনিভাবে- একদিন হযরত ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ মসজিদের দরজায় বসে ছাগলের নামনের দু'টি পায়ের মাংস আনালেন এবং তা খেলেন এবং পুনরায় অযু করা ব্যতীত নামায আদায় করলেন। অতঃপর বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও এই জায়গায় বসে এরকম মাংস খেয়েছিলেন এবং এভাবেই করেছিলেন। (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৪১)

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ একদা অযু করেই মুচকি হাসলেন! উপস্থিত লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: আমি একদা **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই জায়গায় অযু করার পর মুচকি হাসতে দেখেছি।

(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৫)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

অযু করকে খান্দা হুয়ে শাহে ওসমা, কাহা কিউ তাবাস্‌সুম ভালা কর রাহা হু?
জাওয়াবে সুওয়ালে মুখাতাব দিয়া ফির, কিছি কি আদা কো আদা কর রাহা হু।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

একেবারে সাধারণ খাবার গ্রহণ

হযরত সায়্যিদুনা শুরাহবীল বিন মুসলিম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত; আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ মানুষদেরকে রাজকীয় খাবার দ্বারা আপ্যায়ন করতেন আর নিজে ঘরে গিয়ে সিরকা ও যাইতুন খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন।

(আয যুহদ কৃত: ইমাম আহমদ, ১৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮৪)

ডান হাত কখনো লজ্জাস্থানে লাগাননি

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: যেই হাতে আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত মোবারকে বাইয়াত গ্রহণ করেছি, আর তা (অর্থাৎ ডান হাত) আমি কখনো নিজের লজ্জাস্থানে লাগায়নি। **(ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩১১)**

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ! আমি জাহেলী যুগেও কখনো অপকর্মে লিপ্ত হয়নি, আর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও কখনো (অপকর্মে) লিপ্ত হয়নি।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৯৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

আবদ্ধ ঘরেও অতুলনীয় লজ্জাশীলতা

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর অতি লজ্জাশীলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: যদি তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কোন কক্ষে অবস্থান করতেন আর ঘরের দরজাও বন্ধ থাকতো, তারপরও গোসল করার জন্য কাপড় খুলতেন না এবং লজ্জাশীলতার কারণে কোমর সোজা করতেন না। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৯)**

সর্বদা রোযা রাখতেন

আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সর্বদা নফল রোযা রাখতেন এবং রাতের প্রথমাংশে আরাম করে অবশিষ্ট রাত ইবাদত করতেন। **(মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, ২য় খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা)**

খাদেমকে কষ্ট দিতেন না

হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বিনয়ের অবস্থা এমন ছিলো যে, রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগ্রত হতেন, আর যদি কেউ জাগ্রত না হতো তবে নিজেই অযু সেরে নিতেন। আর কাউকে জাগ্রত করে ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতেন না। যেমনিভাবে- আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যখন রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে জাগ্রত হতেন, তখন অযুর পানি নিজেই নিয়ে নিতেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صلی اللہ علیہ وسلم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আরয করা হলো: আপনি কেন কষ্ট করছেন? খাদেমকে হুকুম দিতেন। তিনি বললেন: না, রাত তাদের (বিশ্রামের জন্য), রাতে তারা বিশ্রাম করে থাকে। (ইবনে আসাকির, ৩৯তম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

লাকড়ীর বোঝা উঠিয়ে চলে আসছিলেন!

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একদা নিজের বাগান থেকে লাকড়ীর বোঝা (কাধে) উঠিয়ে চলে আসছিলেন, অথচ কয়েকজন গোলামও উপস্থিত ছিলো। কেউ আরয করলো: আপনি এই বোঝা নিজের গোলামদের দিয়ে উঠালেন না কেন? বললেন: উঠাতে পারতাম কিন্তু আমি নিজের নফসকে পরীক্ষা করলাম যে, সে এটা বহনে অক্ষম তো নয় কিংবা অপছন্দ তো করছে না? (আল লুময়া, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

আমি তোমার কান মোচড়িয়ে দিয়েছিলাম

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের এক গোলামকে বললেন: আমি একবার তোমার কান মোচড়িয়ে দিয়েছিলাম, তাই তুমিও আমার কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নাও।

(আর রিয়াদ্বুন নাদ্বরা, ৩য় খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

কবর দেখে সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কান্না করতেন

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিশ্চিত জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও কবর যিয়ারতের সময় কান্না ধরে রাখতে পারতেন না। যেমনিভাবে- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত ৬৯৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"আল্লাহ্ ওয়ালো কী বাতে"** এর ১৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এমনভাবে কান্না করতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ দাঁড়ি মোবারক ভিজে যেতো।

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩১৫)

তবে আমি ছাই হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করবো

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যদি আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করানো হয়, কিন্তু আমি জানিনা যে, কোন দিকে যাওয়ার হুকুম হবে, এমতাবস্থায় আমি ছাই হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করবো এর পূর্বে যে, আমাকে কোনো দিকে যাওয়ার হুকুম দেয়া হবে। **(আয যুহদ, কৃত ইমাম আহমদ, ১৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৮৬)**

নিশ্চিত জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ **আল্লাহ্ তায়ালা**র ভয়ে ভীত হয়ে একথা বলে ছিলেন। এই বাণীর মধ্যে **আল্লাহ্ তায়ালা**র গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভয় প্রকাশ পেয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

যেন এমন না হয় যে, আমার জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়। তাই জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে ছাই হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করেছেন।

কাশ! এয়ছা হো জাতা খাক বনকে তৈয়বা কী,
মুস্তফা কে কদমো চে মে লেপট গেয়া হোতা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পরকালের চিন্তা অন্তরে নূর সৃষ্টি করে

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: দুনিয়ার চিন্তা অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়, পক্ষান্তরে পরকালের চিন্তা অন্তরে নূর সৃষ্টি করে। **(আল মুনাব্বাহাত, ৪ পৃষ্ঠা)**

ওসমান গণীর প্রতি দয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্ফান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর প্রতি কিরূপ দয়াবান ছিলেন, সে সম্পর্কিত একটা ঘটনা শুনুন। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন সালাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: যখন বিদ্রোহীরা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বাসভবন অবরোধ করে রাখে, তাঁর ঘরে পানি সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয় আর হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তীব্র পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

তখন আমি তাঁকে দেখতে যাই। সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন: হে আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)! আমি আজ রাতে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এ আলোকিত স্থানে দেখেছি। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অত্যন্ত মায়া ভরা কণ্ঠে আমাকে ইরশাদ করলেন: হে ওসমান (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ)! তারা পানি বন্ধ করে দিয়ে তোমাকে পিপাসায় কাতর করে ফেলেছে? আমি আরয করলাম: জী, হ্যাঁ, **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তখনই **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি পানিভর্তি পাত্র আমার সামনে ধরলেন। আমি তৃপ্তি সহকারে পাত্র থেকে পানি পান করলাম। এখনো পর্যন্ত সে পানির শীতলতা আমার বুকের উভয় প্রান্ত, দু'কাঁধের মাঝখানে অনুভব করছি। অতঃপর **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "اِنْ شِئْتَ نُصِرْتَ عَلَیْهِمْ وَاِنْ شِئْتَ اَفْطَرْتَ عِنْدَنَا অর্থাৎ হে ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! যদি তুমি চাও, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাকে সাহায্য করবো, আর যদি তুমি চাও আমার কাছে এসে রোযার ইফতার করতে পারো। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার সান্নিধ্যে নূরানী দরবারে হাযির হয়ে রোযার ইফতার করাটাই আমার জন্য অধিক পছন্দনীয়। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: অতঃপর আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। আর সেদিনই বিদ্রোহীরা তাঁকে শহীদ করে দেয়।

(কিতাবুল মানামাত, মায়া মওসুয়াতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩য় খন্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা, নং: ১০৯)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

হযরত আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত আল্লামা ইবনে বাতিশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ (মৃত্যু-৬৫৫ হিজরী) এর থেকে এটাই বুঝলেন যে, **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভের এ ঘটনাটি স্বপ্নের মধ্যে ঘটেনি। বরং তা জাগ্রত অবস্থায়ই ঘটেছিল। **(আল হাভী লিল ফতোয়া, কৃত ইমাম সুয়ুতী, ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা)**

কায়ি দিন তক রহে মেহসুর উনপর বন্ধ থা পানি,
শাহাদাতে হযরতে ওসমান কি বেশক হে লাসানি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিরাশ্রয়দের আশ্রয় আমাদের নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে বুঝা গেলো, **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট মহান **আল্লাহ্**র অনুগ্রহে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সকল অবস্থা সুস্পষ্ট ছিলো। এর সাথে এটাও বুঝা গেলো, **আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন নিরাশ্রয়দের সাহায্যকারী। এজন্যই ইরশাদ করেছেন: “ اِنْ شِئْتَ نُصِرْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ যদি তুমি চাও, ঐ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করবো।”

গমযাদো কো রযা মুজদাহ দীজী কে হে, বেকছো কা ছাহারা হামারা নবী।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

রক্তপাত অপছন্দ করেছেন

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ধৈর্য্যের কী অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। নিজে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন, তবুও মদীনা শরীফে মুসলমানদের মাঝে রক্তপাত হওয়াটা তিনি মোটেই পছন্দ করেননি। তার বাসভবন অবরোধ করা হলো, তার ঘরে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হলো। তাঁর শুভকাঙ্খীরা তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। তারপরও তিনি তাদের যুদ্ধের অনুমতি দিলেন না। যখন তাঁর ক্রীতদাসরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর নিকট যুদ্ধের অনুমতির জন্য গেলো, তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন: যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি কামনা করো, তাহলে তোমরা তোমাদের যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলো, তোমাদের রণসজ্জা পরিত্যাগ করো এবং আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনো! তোমাদের মধ্যে যে গোলামই আজ তার যুদ্ধে পোশাক খুলে ফেলবে আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। **আল্লাহ্**র কসম! রক্তপাত হওয়ার পর শহীদ হওয়ার চাইতে রক্তপাত হওয়ার পূর্বেই শহীদ হয়ে যাওয়াটা আমি অধিক পছন্দ করি।[১] অর্থাৎ আমার শাহাদাত বরণ করাটা অবধারিত। কেননা, **প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

(১) (নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব লিন নুয়াইরি, ৩য় খন্ড, ৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সায়াদাতুদ দারাঈন)

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তাঁর গোলামদের আরো বললেন: তোমরা আমার পক্ষে যুদ্ধ করলেও আমার শাহাদাত প্রতিহত করতে পারবে না। কেননা, আমার শাহাদাত লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

(তোহফায়ে ইছনা আশারিয়া, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

জু দিল কো জিয়া দে, জু মুকাদ্দার কো জীলা দে,
উহ জলওয়ায়ে দিদার হে ওসমান গণী কা।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হাসনাইনে করিমাইন পাহারা দিলেন

মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা মুশকিল কোশা, শেরে খোদা আলী মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡہَهُ الۡكَرِیۡم হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে খুবই ভালবাসতেন। অবস্থা শোচনীয় দেখে তিনি তাঁর দুই শাহজাদা হাসনাইনে করিমাইন তথা ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا কে বললেন: তোমরা উভয়ে নিজের তরবারি নিয়ে হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর ঘরের দরজায় গিয়ে তাঁর ঘর পাহারা দাও। **আল্লাহ্ তায়ালা**র ফয়সালা যখন চুড়ান্ত হলো, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ শাহাদাত বরণ করলেন, তখন মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা মুশকিল কোশা শেরে খোদা আলী মুরতাযা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجۡہَهُ الۡكَرِیۡم খুবই ব্যথীত হলেন। আর তিনি তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ পাঠ করলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

খোদা ভি আওর নবী ভি খোদ আলী ভি উচ ছে হে নারাজ,
আদুউ উনকা উঠায়েগা কিয়ামত মে পেরেশানি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বেয়াদব বানর হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা ইহকাল ও পরকালে মারাত্মক ক্ষতির কারণ। যেমনিভাবে- হযরত আরিফবিল্লাহ্ সায়্যিদুনা নূর উদ্দিন আবদুর রহমান জামি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বিখ্যাত কিতাব “শাওয়াহেদুন নবুওয়াত”-এ বর্ণনা করেন: তিনজন লোক ইয়ামেন সফরের উদ্দেশ্যে বের হলো। তাদের মধ্যে একজন কুফার অধিবাসীও ছিলো। সে শায়খাইন করিমাইন তথা হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারী ছিলো। তাকে শত বুঝানোর পরও সে তা থেকে বিরত হয়নি। তারা তিনজন ইয়ামেন সীমান্তে পৌঁছে একটি স্থানে অবস্থান করলো আর সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন পথ চলার সময় হলো তখন তাদের দুইজন উঠে ওযু করলো এবং সে বেয়াদব কুফীকে ঘুম থেকে ডেকে দিলো। সে ঘুম থেকে উঠে বলতে লাগলো: আফসোস! আমি এক্ষেত্রে তোমাদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

তোমরা আমাকে ঠিক এমন সময় ঘুম থেকে ডাকলে, যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করছিলেন: হে ফাসিক! **আল্লাহ্ তায়ালা** ফাসিককে অপমানিত ও লাঞ্চিত করেন। তিনি তোমাকেও অপমানিত ও লাঞ্চিত করবেন। এ সফরেই তোমার আকৃতি বিকৃত হয়ে যাবে। যখন সে বেয়াদব উঠে ওযু করার জন্য বসলো, তখন তার পায়ের আঙ্গুলগুলো বিকৃত হয়ে যেতে লাগলো। অতঃপর তার উভয় পা বানরের পায়ের আকৃতি ধারণ করলো। তারপর তার হাটু পর্যন্ত বানরের মত হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত তার সারা শরীর বানরের রূপ ধারণ করলো। তার সঙ্গীরা সে বানররূপী বেয়াদবকে ধরে উটের হাওদার সাথে বেধে রাখলো এবং তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলো। যখন সন্ধ্যা নেমে এলো, তখন তারা এমন এক জঙ্গলের নিকট এসে পৌঁছলো যেখানে কিছু বানর একত্রে ছিলো। সে বানররূপী বেয়াদব বনের বানরগুলোকে দেখে ছটফট করতে করতে রশি ছিঁড়ে তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হলো। অতঃপর সব বানর ঐ দুজনের নিকট এলো। বানরগুলোকে তাদের দিকে আসতে দেখে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু বানরগুলো তাদের কোন ক্ষতি করলোনা। সে বানররূপী বেয়াদব দু'জনের পাশে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বানরগুলো বনে ফিরে গেলো এবং সেও তাদের সাথে বনে চলে গেলো। (শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, ২০৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

হাম উনকি ইয়াদ মে ধুমে মাচায়েগে কিয়ামত তক,
পড়ে হো যায়ে জলকর খাক সব আদায়ে ওসমানি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! শায়খাইনে করিমাঈন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এর সাথে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী কিভাবে বানরে পরিণত হয়ে গেলো। **আল্লাহ্ তায়ালা** কাউকে কাউকে দুনিয়াতেও এরূপ শাস্তি দিয়ে থাকেন, যাতে মানুষেরা তাদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। গুনাহ ও বেয়াদবী থেকে বিরত থাকে এবং এর ভয়ঙ্কর পরিণতিকে ভয় করে। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি ভালবাসা পোষণ করার সৌভাগ্য দান করুক।

হামকো আসহাবে নবী ছে পিয়ার হে, اِنْ شَآءَالله **আপনা বেড়া পার হে।**
হামকো আহলে বাইত ছে ভি পিয়ার হে, اِنْ شَآءَالله **আপনা বেড়া পার হে।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঈমান সহকারে মৃত্যু

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি ফিতনার কথা উল্লেখ করেছেন এবং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ব্যাপারে ইরশাদ করলেন: তাঁকে সে ফিতনায় অন্যায়ভাবে শহীদ করা হবে।

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭২৮)

প্রখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: এই বাণীতে কয়েকটি অদৃশ্যের সংবাদ রয়েছে; হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইন্তিকালের তারিখ, তাঁর ইন্তিকালের স্থান, তিনি শহীদ হয়ে ইন্তিকাল হওয়া, তাঁর ঈমান সহকারে ইন্তিকাল হওয়া। কেননা, শাহাদাতের জন্য ইসলামের উপর মৃত্যু আবশ্যক। এটা হচ্ছে; **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইলমে গায়ব (তথা অদৃশ্যের জ্ঞান)। **(সংক্ষেপিত, মিরআতুল মানাজিহ, ৮ম খন্ড, ৪০৩ পৃষ্ঠা)**

জিছ আয়নে মে নূরে ইলাহী নজর আয়ে, উহ আয়নায়ে রুখছার হে ওসমান গণী কা।

(যওকে নাত)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কুদৃষ্টির বিষয় জেনে ফেললেন

হযরত আল্লামা তাজ উদ্দীন সুবকি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ তাঁর রচিত "তাবকাত" নামক কিতাবে লিখেন: একদা এক ব্যক্তি রাস্তায় কোন মহিলার প্রতি কুদৃষ্টি দিলো। অতঃপর লোকটি আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে উপস্থিত হলো। -

www.dawateislami.net

তখন তাকে দেখে আমীরুল মু'মিনীন খুবই জালালী (রাগান্বিত) কণ্ঠে বললেন: তোমরা আমার কাছে এমন অবস্থায় আসো যে, তোমাদের দু'চোখে যিনার (ব্যভিচার) নিদর্শন দেখা যাচ্ছে। লোকটি বললো: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পর এখন আপনার প্রতিও কি ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে, নতুবা আপনি কিভাবে জানতে পারলেন: আমার দু'চোখে যিনার নিদর্শন ভাসছে? আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাকে লক্ষ্য করে বললেন: "আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়নি ঠিক, তবে আমি যা বলছি তা সত্যই বলছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে এমন দিরাছাত (নূরানী দৃষ্টিশক্তি) দান করেছেন, যা দ্বারা আমি মানুষের অন্তরে কি বিরাজ করে তাও জেনে নিই।" (তাবকাতুশ শাফেয়ীয়াতিল কুবরা লিস সুবকী, ২য় খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

উভয় চোখে গলিত সীসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানের সাগর ও বাতেনী জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি কারামাতপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারাও সে ব্যক্তির চোখ দ্বারা কৃত পাপও দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার দু'চোখকে যিনাকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে না-মাহরাম (অর্থাৎ যার সাথে বিবাহ সর্বাবস্থায় হারাম নয়) তাদের প্রতি শরয়ী অনুমতি ব্যতীত দৃষ্টি দেয়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম ও জঘন্যতম অপরাধ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” **(জামে সগীর)**

বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি যৌন উত্তেজনা সহকারে কোন না-মাহরাম মহিলার রূপ লাবন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, কিয়ামতের দিন তার উভয় চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। **(হিদায়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা)**

বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যিনা

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: চোখের যিনা হচ্ছে দেখা, কানের যিনা হচ্ছে শ্রবণ করা, জিহ্বার যিনা হচ্ছে বলা, হাতের যিনা হচ্ছে ধরা এবং পায়ের যিনা হচ্ছে যাওয়া।

(সহীহ মুসলিম, ১৪২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১)

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন: চোখের যিনা হচ্ছে কুদৃষ্টি তথা কোন অপরিচিত মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা, কানের যিনা হচ্ছে অশ্লীল ও হারাম শুনা, জিহ্বার যিনা হচ্ছে অশ্লীল কথাবার্তা বলা এবং পায়ের যিনা হচ্ছে, মন্দ কাজের দিকে গমন করা। **(আশিয়াতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)**

দু’চোখে আগুন পূর্ণ করা হবে

কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী। নতুবা **আল্লাহ্**র কসম! কুদৃষ্টির শাস্তি সহ্য করা যাবে না। বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি নিজের চক্ষুদ্বয়কে হারাম দৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবে, কিয়ামতের দিন তার চক্ষুদ্বয়কে আগুন দ্বারা পূর্ণ করা হবে। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

আগুনের শলাকা

যারা সিনেমা নাটক দেখে, পরনারী ও সুদর্শন বালকের প্রতি কুদৃষ্টি দেয়, তাদের জন্য চিন্তার বিষয় যে, শোন! শোন! হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনা করেন: মহিলাদের রূপ লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ইবলিসের বিষাক্ত তীর সমূহের মধ্যে একটি তীর, যে ব্যক্তি পরনারীদের থেকে নিজের চক্ষুদ্বয়কে হিফাজত করে না, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হবে। **(বাহরুদ দুমু, ১৭১ পৃষ্ঠা)**

দৃষ্টি মনের মধ্যে যৌন উত্তেজনার বীজ বপন করে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্বদা চোখের হিফাজত করবেন। চোখকে মুক্তভাবে ছেড়ে দিবেন না। অন্যথায় তা আপনাকে ধ্বংসের গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। যেমনিভাবে- হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام ইরশাদ করেছেন: নিজের দৃষ্টিকে হিফাযত করো। কেননা, তা মনের মধ্যে যৌন উত্তেজনার বীজ বপন করে থাকে আর মানুষকে ফিতনার মধ্যে ফেলার জন্য দৃষ্টিই যথেষ্ট। নবীর পুত্র নবী, হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়া عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করা হলো: যিনার সূচনা কী? তিনি বললেন: দৃষ্টি দেয়া ও কামনা করাই হচ্ছে যিনার সূচনা। **(ইহইয়াউল উলূম, ৩য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনের ১৮তম পারার সূরা নূর - এর ৩০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ মুসলমান পুরুষদেরকে নির্দেশ দিন যেন তারা নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নিচু রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানগুলোর হিফাজত করে। এটা তাদের জন্য খুবই পবিত্র। নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্**র নিকট তাদের কার্যাদির খবর রয়েছে। **(পারাঃ ১৮, সূরাঃ নূর, আয়াতঃ ৩০)**

কারামতের সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সাহিবে কারামত তথা কারামত সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তাইতো তিনি কুদৃষ্টি দানকারী ব্যক্তিকে তার কুদৃষ্টি থেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কারামত কী? সে সম্পর্কে বরং ইরহাজ, মাউনাত, ইস্তিদরাজ ও ইহানত ইত্যাদিরও সংজ্ঞা জেনে নিন। যেমনিভাবে- মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের ৫৮ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত রয়েছেঃ নবীদের কাছ থেকে যে সমস্ত ঘটনা অভ্যাস বহির্ভূতভাবে নবুওয়তের পূর্বে প্রকাশ পায় তাকে ইরহাজ বলে। আর অলিদের কাছ থেকে যে সমস্ত ঘটনা অভ্যাস বহির্ভূতভাবে প্রকাশ পায় তাকে কারামত বলে। সাধারণ মু’মিনদের কাছ থেকে যে সমস্ত ঘটনা অভ্যাস বহির্ভূতভাবে প্রকাশ পায় তাকে মাউনাত বলে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আর কাফির ফাসিকদের কাছ থেকে যে সমস্ত ঘটনা তাদের ধারণার অনুকুলে (অভ্যাস বহির্ভূতভাবে) প্রকাশ পায় তাকে ইস্তিদরাজ বলে, আর যা তাদের ধারণার বিপরীতে প্রকাশ পায় তাকে ইহানত বলে।

উলুয়ে শান কা কিউ কর বয়ান হো আয় মেরে পেয়ারে,
হায়া করতি হে তেরি তো শাহা মাখলুকে নূরানী।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিজের দাফনের স্থানও বলে দিলেন!

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ মদীনা শরীফের কবরস্থান জান্নাতুল বাক্বীর "হাশ্‌শে কাউকাব" নামক স্থানে গমন করলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন: শীঘ্রই এখানে একজন ব্যক্তিকে সমাহিত করা হবে। অতএব এটা বলার কিছুদিন পরেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। বিদ্রোহীরা তাঁর লাশ মোবারক নিয়ে এমন খেলায় মেতে উঠল যে, না তাঁকে রওজা মোবারকের পাশে দাফন করা সম্ভবপর হলো, না জান্নাতুল বাক্বীর সে অংশে যেখানে প্রসিদ্ধ সাহাবাদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কবর ছিলো। বরং তাঁকে সমাহিত করা হলো "হাশ্‌শে কাউকাব" নামক সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে, অথচ কারো কল্পনায়ও ছিলো না যে, তিনি সেখানে সমাহিত হবেন। কারণ তখনো পর্যন্ত সেখানে কোন মানুষের কবরই ছিলো না।

(আর রিয়াজুন নদরা, ৩য় খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা। কারামাতে সাহাবা, ৯৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

আল্লাহ্ ছে কিয়া পেয়ার হে ওসমানে গণী কা,
মাহবুবে খোদা ইয়ার হে ওসমানে গণী কা। (যওকে নাত)

শাহাদাতের পর গায়েবী আওয়াজ

হযরত সায়্যিদুনা আদী বিন হাতিম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরুল মু'মিনীন ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শাহাদাতের দিন আমি নিজের কানে শুনতে পেয়েছি কেউ যেন উচ্চ স্বরে বলছেন:

اَبْشِرِ ابْنَ عَفَّانَ بِرَوْحٍ وَّرَيْحَانٍ وَّبِرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ ط اَبْشِرِ ابْنَ عَفَّانَ بِغُفْرَانَ وَرِضْوَان

(অর্থাৎ হযরত ওসমান বিন আফ্ফানের জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুগন্ধির সুসংবাদ দাও, তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয় না এমন প্রতিপালকের সাক্ষাৎলাভের সুসংবাদ দাও, **আল্লাহ্ তায়ালার** ক্ষমা ও সন্তুষ্টিরও সুসংবাদ দাও।) হযরত সায়্যিদুনা আদী বিন হাতিম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: এ আওয়াজ শুনে আমি এদিক ওদিক দেখতে থাকি এবং পিছনে ফিরে দেখি কিন্তু কাউকে আমি দেখতে পাইনি।

(ইবনে আসাকির, ৩৭তম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা। শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, ২০৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ গণী হদ নেহি ইনআম ও আতা কি,
ওহ ফয়েজ পে দরবার হে ওসমানে গণী কা।
(যওকে নাত)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

দাফনের স্থানে ফিরিশতাদের ভিড়

বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জানাযার খাট মোবারক তাঁর কয়েকজন ভক্তবৃন্দ রাতের অন্ধকারে বহন করে জান্নাতুল বাক্বীতে নিয়ে গেলেন। তখনো কবর পুরাপুরি তৈরী হয়নি। হঠাৎ দেখা গেলো, আরোহীদের বড় এক দল জান্নাতুল বাক্বীতে প্রবেশ করলো। তাদেরকে দেখে কবরস্থানে উপস্থিত লোকেরা ভয় পেয়ে গেলেন। কিন্তু আরোহীরা তাদের অভয় দান করে উচ্চ স্বরে বললেন: আপনারা ভয় পাবেন না। আমরাও তাঁর দাফন কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত হয়েছি। তাদের অভয়বানী শুনে লোকদের ভয় চলে গেলো এবং নির্ভয়ে তারা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফ্ফান رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দাফন কাজ সম্পন্ন করলেন। কবরস্থান থেকে ফিরে এসে সে সাহাবাগণ (عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان) শপথ করে লোকদেরকে বললেন: নিঃসন্দেহে তারা ফিরিশতাদেরই একটি দল ছিলো। (কারামাতে সাহাবা, ৯৯ পৃষ্ঠা)

রুখ যায়ে মেরে কাম হাছান হো নিহি ছাকতা, ফয়যানে মদদগার হে ওসমান গণী কা।
(যওকে নাত)

বেয়াদবকে হিংস্র জন্তু ছিড়ে ফেললো

বর্ণিত রয়েছে; হাজীদের একটি দল যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে পৌঁছলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

দলের সকল লোক আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর পবিত্র মাজার যিয়ারতে গেলেন। কিন্তু এক দূর্ভাগা বেয়াদব অবজ্ঞা করে তাঁর মাজার যিয়ারতে যায়নি। সে এভাবে বাহানা করে বললো: মাজার অনেক দূরে। কাফেলার লোকেরা যিয়ারত শেষে যখন নিজের দেশে ফিরে আসছিলো, তখন তাদের আসার পথে এক ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু গর্জন করে সে বেয়াদবের উপর চড়াও হলো। ঐ হিংস্র জন্তুটি তাকে ছিঁড়ে ছিন্ন-বিছিন্ন করে ফেললো। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে কাফেলার সকল লোক এক বাক্যে স্বীকার করলো, হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনের কারণেই তার এ করুন পরিণতি হয়েছে।

(শাওয়াহেদুন নবুওয়াত, ২১০ পৃষ্ঠা)

বিমার হে যিছকো নেহি আযারে মুহাব্বত, আচ্ছা হে জু বিমার হে ওসমান গণী কা।

(যওকে নাত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কত উচ্চ পর্যায়ের সাহাবী ছিলেন। এখানে কারো মনে এ সন্দেহ যেন সৃষ্টি না হয় যে, শুধুমাত্র মাজার শরীফের যিয়ারতে না যাওয়ার কারণেই সে লোকটি ধ্বংস হয়ে গেল। বরং আসল ব্যাপার হলো, সে হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো। তাঁর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করার কারণেই সে তাঁর মাযার যিয়ারতে যায়নি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللہُ عَنْهُ মাদানী অপারেশন করলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদের হৃদয়ে ইশকে রাসূলের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য, আর নিজের বক্ষকে নবীপ্রেমের শহর বানানোর জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী পরিবেশে**র সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ **মাদানী পরিবেশে**র বরকতে সুন্নাতের অনুসরন করার সৌভাগ্য এবং ফয়যানে সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْهُ এর বরকত অর্জন করতে পারবেন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য প্রতি মাসে কম পক্ষে তিন দিনের **মাদানী কাফেলা**য় আশিকে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের অভ্যাস করুন। মাদানী মারকায প্রদত্ত নেককার হওয়ার পদ্ধতি **‘মাদানী ইনআমাত’** অনুযায়ী আপনার জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করুন। এছাড়া প্রতিদিন কম পক্ষে **১২** মিনিট **ফিক্‌রে মদীনা** করে **মাদানী ইনআমাতে**র রিসালা পূরণ করুন। اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানে কামিয়াবী নসীব হবে। **দা’ওয়াতে ইসলামী**তে কী পরিমাণ সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ফয়য রয়েছে তার নমুনা এই **মাদানী বাহার** দ্বারা উপলব্ধি করুন। যেমন: একজন আশিকে রাসূলের বর্ণনা আমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি: আমাদের **মাদানী কাফেলা** ‘নাকা খারড়ি’তে (বেলুচিস্তান) সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য এসে উপস্থিত হলো। **মাদানী কাফেলা**র একজন মুসাফিরের মাথায় চারটি ছোট ছোট বিষফোঁড়া উঠে। যার কারণে তাঁর অর্ধেক মাথায় ব্যথা অনুভব হতে থাকে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

যখন ব্যথা বৃদ্ধি পেত, তখন যন্ত্রণার কারণে মুখের একপাশ কালো হয়ে যেত আর তিনি ব্যথার কারণে এমনভাবে ছটপট করতেন যে, তার দিকে তাকানো যেত না। এক রাতে তিনি অনুরূপভাবে কাতরাতে থাকেন। আমরা তাকে ট্যাবলেট খাইয়ে শুইয়ে দিলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে তাঁর চেহারায় হাসি-খুশির ঝলক দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমার উপর দয়া হয়েছে; স্বপ্নে **তাজেদারে রিসালত, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও তাঁর চার বন্ধু আমার উপর অনেক দয়া করেছেন। **মদীনার তাজেদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে ইরশাদ করলেন: "এর ব্যথা দূর করে দাও।" সুতরাং গুহার ও মাযারের সঙ্গী সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমাকে এমনভাবে মাদানী অপারেশন করলেন যে, আমার মাথা খুলে ফেললেন, আমার মাথা থেকে চারটি কালো দানা বের করে নিলেন, আর বললেন: বৎস! এখন তোমার আর কিছু হবে না। **মাদানী বাহার** বর্ণনাকারী ইসলামী ভাইটি বললেন: বাস্তবেই সেই ইসলামী ভাইটি পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করে। সফর হতে ফেরার সময় তিনি যখন দ্বিতীয় বার 'চেক আপ' করালেন, ডাক্তার সাহেব হতবাক হয়ে বললেন, ভাই! আপনার মস্তিষ্কের চারটি দানা অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ কথায় তিনি কাঁদতে কাঁদতে **মাদানী কাফেলায়** সফরের বরকত এবং স্বপ্নের আলোচনা করলেন। ডাক্তার খুবই প্রভাবিত হলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

সেই হাসপাতালের ডাক্তারসহ সেখানকার **১২** জন লোক **১২** দিনের **মাদানী কাফেলায়** সফর করার নিয়্যত করলেন এবং কতিপয় ডাক্তার তখনই নিজেদের চেহারাগুলোকে **ছরকারে কায়েনাত, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের নিদর্শন অর্থাৎ দাঁড়ি মোবারক সাজানোর নিয়্যত করলেন। **(ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)**

হে নবী কি নজর কাফেলে ওয়ালোপর, আও চারে চলে কাফেলে মে চলো।
সিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো, লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"

(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

মুসাফাহার ১৪টি মাদানী ফুল

(১) দু'জন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। (২) বিদায়ের সময় সালাম করুন এবং হাতও মিলাতে পারেন, (৩) **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাৎ করে মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে, তবে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, তার মধ্যে ৯০টি রহমত একটু বেশি উৎফুল্ল ও ভালভাবে আপন ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়।" (আল মুজামুল আওসাত, লিত তাবরানী, ৫ম খন্ড, ৩৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৭৬) (৪) যখন দুইজন বন্ধু পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৯৪৪) (৫) হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরকে ও তোমাদের ক্ষমা করুক) (৬) দুইজন মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দোয়া করে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ তা কবুল হবে। উভয় হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ মাগফিরাত হয়ে যাবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৪৫৪)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সায়াদাতুদ দারাঈন)

(৭) পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়, (৮) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে মুসলমান আপন ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে এবং কারো মনে কারো সাথে শত্রুতা না থাকে, তাহলে হাত পৃথক হওয়ার পূর্বেই **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের আগে ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং যে কেউ আপন ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখবে আর তার অন্তরে যদি শত্রুতার ভাব না থাকে, তবে দৃষ্টি ফিরানোর আগেই উভয়ের আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (কানযুল উম্মাল, ৯ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) (৯) যতবারই সাক্ষাৎ হয় ততবারই হাত মিলাতে পারবেন, (১০) উভয়ের পক্ষ থেকে এক হাত মিলানো সুন্নাত নয়, মুসাফাহা উভয় হাতে করা সুন্নাত। (১১) অনেকেই শুধুমাত্র আঙ্গুল সমূহ স্পর্শ করায়, এটা সুন্নাত নয়, (১২) হাত মিলানোর পর নিজের হাত চুমু খাওয়া মাকরূহ। হাত মিলানোর পর নিজের হাতের তালু চুম্বনকারী ইসলামী ভাই নিজের এ অভ্যাস ত্যাগ করুন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা হতে সংক্ষেপিত) (১৩) যদি আমরদ তথা সুদর্শন বালকের সাথে হাত মিলানোতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে হাত মিলানো বৈধ নয় বরং যদি দেখার ফলে কামভাব আসে, তাহলে দেখাও গুনাহ। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) (১৪) মুসাফাহা করার সুন্নাত হচ্ছে, হাত মিলানোর সময় রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না হয়, উভয়ের হাতের তালু খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু স্পর্শ করা চাই। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো,
সিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো।
হোগী হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো,
খতম হো শামেতী কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১১ই জমাদিউস সানী ১৪৩৪ হিঃ
২২-০৪-২০১৩ ইং

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনুল করীম	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	বাহরুদ দুমু	দারুল ফজর, দামেস্ক
মুসলিম	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত	আল মুনাব্বিহাত	পেশাওয়ার
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	শাওয়াহিদুন নবুওয়াত	ইস্তাম্বুল
ইবনে মাজাহ	দারুল মারেফা, বৈরুত	জামে কারামাতুল আউলিয়া	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকত রযা, হিন্দ
মুসনদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল	দারুল ফিকির, বৈরুত	হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরকত রযা, হিন্দ
মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা	দারুল ফিকির, বৈরুত	নেহায়াতুল আরব ফী ফুনুনীল আদব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মুজাম আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আল হিদায়া	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
হিলয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
আল ফিরদাউস বি মাসুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
আর রিয়াদ্বুন নাদ্বরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	জদ্দুল মুমতার	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
কিতাবুল মানামাত	আল মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত	আশিয়াতুল লুমআত	কুয়েটা
আয যুহদ	দারুল গদ্দুল জদীদ, বৈরুত	মিরআত	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
আল লুমউ	দারুল কুতুবিল হাদীস, মিশর	তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া	দিল্লী
ইহইয়াউল উলুম	দারু ছাদের, বৈরুত	হাদায়িকে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	কারামাতে সাহাবা	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

E-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ؕ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

রোজগারহীনতা দূরীভূত করার আমল

"يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَاب" ৫০০বার (শুরু ও শেষে ১১বার করে দরূদ শরীফ) ইশার নামাযের পর কিবলামুখী হয়ে অযু সহকারে খোলা মাথায় এমন জায়গায় পাঠ করবেন যেন মাথা ও আসমানের মাঝে কোন বস্তু অন্তরাল না হয়। এমনকি মাথায় টুপিও যেন না থাকে। ইসলামী বোনেরা এমন জায়গায় পাঠ করবেন যেখানে কোন পরপুরুষ অর্থাৎ গাইরে মাহরামের (তথা যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) দৃষ্টি না পড়ে।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৫৪০৩৫৬৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল

www.dawateislami.net